২ ধ্বনি ও বর্ণ

কথা বলার সময় আমরা মুখ থেকে বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণ করি। তাই কাছের মানুষ আমাদের মনের ভাব বুঝতে পারে। কিন্তু দূরের মানুষকে মুখে কথা বলে মনের ভাব বোঝানো যায় না। প্রয়োজন হয় লিখে জানাবার। এই লিখে জানাবার

দূরের মানুষকে মনের ভাব জানাতে লেখার প্রয়োজন হয়।

প্রয়োজন থেকে আদিম মানুষ এক এক রকম ধ্বনিকে এক একরকম চিহ্ন দিয়ে লিখে বোঝাতে আরম্ভ করল। এই চিহ্নগুলিই পরিবর্তন হয়ে বর্ণের রূপ নিল। তাই এককথায় বলা যায়—

ধ্বনির লিখিত রূপ হল বর্ণ।

প্রশ্ন ও উত্তরে শেখো

বর্ণ কাকে বলে?

উঃ আমরা ধ্বনিগুলোকে লিখে প্রকাশ করার সময় কতগুলি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করি, এই সাংকেতিক চিহ্নগুলিকে বর্ণ বলে, যেমন—অ, আ, ক, খ ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় কতগুলি বর্ণ আছে?

উঃ বর্তমানে বাংলা ভাষায় মোট ৫০টি বর্ণের ব্যবহার আছে।

Scanned with CamScanner

☑ বর্ণমালা কাকে বলে?

উঃ প্রতিটি ভাষাতেই মোট বর্ণের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। এই নির্দিষ্ট সংখ্যক বর্ণকে একত্রে বর্ণমালা বলে।

☑ বর্ণ কয় প্রকার ও কী কী?

উঃ বর্ণ দুই প্রকার। যথা—স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।

☑ স্বরবর্ণ কাকে বলে?

উঃ যে সকল বর্ণ অন্য কোনো বর্ণের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হয় তাকে স্বরবর্ণ বলে। যেমন—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

বাংলা বর্ণমালায় ১১টি স্বরবর্ণ ব্যবহার হয়।

☑ ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে?

উঃ যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না তাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। যেমন—ক, খ, গ, ঘ, ঙ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ; ত, থ, দ, ধ, ন; প, ফ, ব, ভ, ম; য, র, ল, ব; শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়; ং, ঃ, ঁ।

বাংলা বর্ণমালায় ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে।

Scanned with CamScanner

❑ ২। শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) মনের ইচ্ছা প্রকাশের জন্য ..... হল ভাষা।

(খ) ভাষা প্রকাশের লিখিত চিহ্নকে বলা হয় ..... ।

(গ) সমস্ত অক্ষর বা বর্ণগুলোকে একত্রে বলা হয় ..... ।

Scanned with CamScanner